the daily observer
We stand for people's rights

President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) Shams Mahmud (left) accompanied by DCCI Senior Vice President N K A Mobin hands over a brochure of the DCCI to Dr. Md. Hamid Ullah Bhuiyan, Chairman, Financial Reporting Council (FRC) Bangladesh at the latter's office on Tuesday.

the daily observer
We stand for people's rights

'Small businesses to be raised in compliance with FCA'

Business Correspondent

President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) Shams Mahmud has said small businesses threshold must be raised to be easily compliant with Financial Reporting Act.

He made the point at a meeting with Dr. Md. Hamid Ullah Bhuiyan, Chairman, Financial Reporting Council (FRC) Bangladesh at the latter's office on Tuesday. He was accompanied by DCCI Senior Vice President N K A Mobin FCA, FCS in the meeting.

DCCI President Shams Mahmud congratulated the newly appointed FRC chairman on this occasion while highlighting DCCI's various activities, particularly in the area of SME sector development.

Dr. Md. Hamid Ullah Bhuiyan also appreciated DCI's role in developing the country's business sector and economic growth.

As per Financial Reporting Act 2015, all entities with an annual sales or revenue of Taka 5 crore and fulfils any of two conditions of either having employment of 50 people or having total property value of Taka 3 crore or having a total liability of Taka 1 crore, will be treated as the Public Interest Entities (PIEs).

As per this Act, Financial Reporting Council (FRC) will review and monitor the preparation, auditing and reporting of all financial statements of those PIEs. These threshold limits are too low or strict and will be extremely difficult to maintain by organizations, most of which will be SMEs, practically and financially.

SMEs are very low capital base, non-structured and non-technology oriented organizations. SMEs can't afford to maintain professional accounting personnel to prepare and maintain their financial reporting as per IFRS and IAS standards.

DCCI president has requested the FRC chairman to increase these threshold limits to a greater extent so that the SMEs do not fall under non-compliant in various issues that are difficult for them to be maintained.

Moreover, he sought all out cooperation from the FRC towards developing the country's SME sector to be more competitive in the world market.

Dr. Md. Hamid Ullah Bhuiyan assured that his organization would look into the issues seriously and try to accommodate their cause wherever possible.

Dhaka Tribune
Thursday, October 22, 2020 | Kartik 6, 1427

DCCI for increasing financial reporting thresholds for SMEs

Tribune Desk

President of Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) Shams Mahmud on Tuesday requested Hamid Ullah Bhuiyan, chairman, Financial Reporting Council (FRC) Bangladesh, to increase threshold limits of financial reporting for small and medium enterprises (SMEs.)

He also congratulated the newly appointed FRC chairman while paying a courtesy call at the latter's office, while highlighting various activities of DCCI particularly in the area of SME sector, said a press release.

As per Financial Reporting Act 2015, all entities with an annual sales or revenue of Tk5 crore and fulfills any of two conditions of either having employment of 50 people or having total property value of Tk3 crore or having a total liability of Tk1 crore, will be treated as the Public Interest Entities (PIEs).

As per this act, the FRC will review and monitor the preparation, auditing and reporting of all Financial Statements of those PIEs.

These threshold limits are too low or strict and will extremely be difficult to maintain by organizations, most of which will be SMEs, practically and financially, according to the DCCI. In general, the SMEs are with very low

>> B2 COLUMN 6

<< B1 COLUMN 2

capital base, non-structured and non-technology oriented organizations, they opine, adding that the SMEs cannot afford to maintain professional accounting personnel to prepare and maintain the financial reporting as per IFRS and IAS standards.

Shams Mahmud later requested the FRC chairman to increase these threshold limits to a greater extent so that the SMEs do not fall under non-compliance because of various issues that are difficult to be maintained by the SMEs.

বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

এফআরসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে ডিসিসিআই সভাপতির সাক্ষাৎ

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. মো. হামিদ উল্ল্যাহ ভূঁইয়ার সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি শামস মাহমুদ। এ সময় ডিসিসিআইয়ের উর্ধ্বতন সহসভাপতি এনকেএ মবিন উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ এফআরসির চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানিয়ে দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার গৃহীত নানা কার্যক্রম তুলে ধরেন। —বিজ্ঞপ্তি

শেয়ার বিজ
The Daily Share Biz
সৃজনের পথে উন্নত স্বদেশ

অডিটের থ্রেশোল্ড সীমা বাড়ানোর আহ্বান ডিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের আওতায় কোনো প্রতিষ্ঠানের অডিটের থ্রেশোল্ড সীমা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)। গত মঙ্গলবার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের (এফআরসি) নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ড. মো. হামিদ উল্লাহ ভূঁইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ আহ্বান জানান ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ।

শামস মাহমুদ উল্লেখ করেন, ২০১৫ সালের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্টে বলা হয়েছে, যদি কোনো শিল্প খাতের বার্ষিক বিক্রয় বা আয়ের পরিমাণ ৫ কোটি টাকা হয় এবং তিনটি শর্ত যেমন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা যদি ৫০ জন হয় কিংবা সমুদয় সম্পদের মূল্য যদি ৩ কোটি টাকা হয় অথবা প্রতিষ্ঠানের দায়ের পরিমাণ যদি এক কোটি টাকা হয়—তার মধ্যে অন্তত ২টি শর্ত পূরণ হলে, ওই প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'পাবলিক ইন্টারেস্ট এনটিটিস (পিআইই)' বলে বিবেচনা করা হবে। এ আইনের অধীনে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল এ ধরনের পিআইই-ভুক্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট প্রস্তুত প্রক্রিয়া, অডিট এবং সব ধরনের আর্থিক বিবরণী পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে পারবে। অডিটযোগ্য এ থ্রেশহোল্ডের সীমা বিশেষ করে এসএমই শিল্পোদ্যোক্তাদের জন্য খুবই কম ও সীমিত বলে তিনি মনে করেন। সাধারণত আমাদের দেশের অধিকাংশ এসএমই শিল্পের মূলধন ভিত্তি খুব একটা বেশি নয়। তাছাড়া প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামো দিক দিয়েও এসএমই শিল্পগুলো কিছুটা দুর্বল। এসএমই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগ সময় আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএফআরএস) বা আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএএস) মেনে পেশাদার হিসাবরক্ষক দ্বারা আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সক্ষমতা থাকে না।

ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. মো. হামিদ উল্লাহ ভূঁইয়া বিষয়টিকে বিবেচনায় নেওয়ার পাশাপাশি তার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব সুরাহার আশ্বাস দেন।